ওঁ

জৈন ধর্ম - প্রবেশিকা

সাদক

ব্রহ্মচারী য়শপাল জৈন

জয়পুর

ভাশান্তর

শ্রী আশিষ মহাপাত্র

ভুবনেশ্বর

প্রকাশক

পণ্ডিত তোড়রমল স্মারক ট্রষ্ট

এ-৪, বাপুনগর, জয়পুর - ৩০২০১৫

সদকীয়

অনেক বষর হল জৈন তত্বজ্ঞানর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মহা পুণ্য যোগ জীবনে আমাকে মিলে আছে ।এইদিকথেকে বিশেষ ভাবে দুই তিন বর্ষরে অধ্যয়নশীল লোকদের নিমন্ত্র ণের যন্য প্রবেশ এবং রাজস্থানের অনেক স্থানে অধ্যাপনার পুণ্য প্রসঙ্গ হয়ছিলাম । আমি বহুস্থান গুরুশ্রেষ্ঠ শ্রীগোপাল দাসজী বরৈয়াঙ্ক দ্বারা লিখিত জৈন সিদ্ধ প্রবেশিকা পঢে এসেছি ।তাইজনে আমার তত্ত্বজ্ঞান আর চিন্তা অনেক সুক্ষ্ম সুলভ ও স্পষ্ট মধ্য হয়গেছিল । বিদ্যার্থীর মধ্যে অনেক মেধাবী ছাত্র পঢাজাবা বিষয়কে নিজের নোট খাতায় লেখেছিল আর আমাকে দিয়েছিল পঢবার জনে ।এহাকে পঢে আমাকে অনেক খুসি লাগল ।ওদের পরিশ্রম , নিষ্ঠা ও জৈন প্রিতী আর প্রেম আমাকে প্রভাবিত করেছিল । ওদের হার্দ্দিক অভিনদ্ধন জানাবার সাথে সাথে উস্ছাহ দিএছিল । হঠাত পৌঢ ও ধর্মরস নিবার মতন কিছু বিদ্যার্থি আমাকে বলিল এই জৈন তত্ত্বজ্ঞান মহিমা একটি পুস্তক প্রকাশ করবার জনে । তাইজনে অনেক লোক লাভ পাবে । আমাকে মধ্য ওদের বিচার ভাল লাগল । স্থানে স্থানে পঢাবার সময়ে আমাকে উপযোগি হবে, এইভেবে পঢাবার সময়ে সব বিষয় অর্থাত জৈন ধর্ম প্রবেশিকা জয়পুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রী অভয় কুমার জী জৈন দর্শনাচার্য্য এম.কম আর পণ্ডিত শ্রী ।

ব্রহ্মচারী য়শপাল জৈন

বিষয়-সূচি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রকাশক	৩
২	সাদক	৪
৩	মঙ্গলাচরণ	৫
৪	বিষ্ক	৬
৫	দ্রব্য	৭
৬	গুণ	১৩
৭	পর্য্যায়	১৬
৮	অস্থিত্বাদি সত গুণ	২১
৯	সাত তত্ত্ব	৩০
১০	অহিংসা	৩৩
১১	সামান্যগুণ	৩৬

শ্রী জৈন ধর্ম প্রবেশিকা

ণমোকার মন্ত্র

ণমো অরহংতারং , চমো সিদ্ধাণং ণমো আয়রিয়াণং

ণমো অবজ্ঝায়াণং , চমো লোএ সব্ব সাহুণং

ণমোকার মন্ত্রর মহাম্য

এসো পঞ্চ ণমোয়ারো ,সব্ব পাপ পণাশষণো

মঙ্গলাণং চব্বেসিং পঢমং হবই মঙ্গলং ॥

চত্তারি মঙ্গলং

অরহন্তা মঙ্গলং , সিদ্ধা মঙ্গলং, সাহু মঙ্গলং

কেবলি পূর্ণ্ঞত্তো ধমো মঙ্গল ॥

চত্তার লোগুতমা

অরহংত্তা লোগুতমা ।

চত্তারি শরণং পব্বাজস্মামি সিদ্ধ শণণং পব্বজস্মামি

সাহু মঙ্গলং পব্বজস্মামি কেবলি পণত্তং ধম্মং শরণং

পব্বজস্মামি

বিশ্ব

প্রশ্ন ১: বিশ্ব কাহাকে বলে ?

উত্তর : ছঅটি জিনিষ সমাহারকে বিশ্ব বলে

প্রশ্ন২ : বিশ্বর অন্য কি কি নাম আছে ?

উত্তর : বিশ্বর জগত ,দুনিআ,লোক, ব্রহ্মাণ্ড় ইত্যাদি অনেক নাম আছে ।

প্রশ্ন৩ :বিশ্বতে কত জিনিষ আছে ?

উত্তর :বিশ্বর জাতি অপেক্ষা আর ছঅ সংখ্যা অনন্তান্ত দ্রব্য আছে ।

প্রশ্ন৪ :বিশ্বর জাতি কাছথিকে আর কি কি দ্রব্য আছে ।

উত্তর :বশ্বর জাতি কাছথিকে আর ধর্ম, অধর্ম , আত্মা, জীব, আকাশ আর কাল এই ছঅ দ্রব্য আছে ।

প্রশ্ন ৫ :জীবিতে প্রত্যেক দ্রবে কত কত আছে ।

উত্তর :জীব দ্রব্য অন্ত অটে । আত্মা অনান্তান ধর্ম, অধর্ম আকাশ এক এক আছে ৃশণ খশও দ্রব্য অংসংখ্য আছে ।

প্রশ্ন ৬ :এই দ্রব্য বিশ্বতে কি প্রকার আছে ?

উত্তর :এই দ্রব্য জল - দুধ মতন সর্ক আছে তাই নিজে মধে র্সক ছাড়েনা । তাইজনে স্বতন্ত রহেআছে ।

প্রশ্ন ৭ :এই বিশ্ব কিএ গঢেছে ।

উত্তর :এই বিশ্বকে কেউ গঢেনি । কারণ এইখানে সব দ্রব্য

অনাদি - অনন্ত স্বংয়সিদ্ধ অটে ।

প্রশ্ন ৮: বিশ্বকে জাণবা দ্বারা আমাদের কি কি লাভ হয় ?

উত্তর :বিশ্বকে জাণবা দ্বারা আমাদের নিম্ন লিখিত লাভ হয়ে

ক) বিশ্ব স্বংয়সিস্কহয়ে অনাদি অনন্ত হয়ে তাইজনে তার নষ্ট হবার ভয়ে দুর হতে পারে ।

খ) এই জগতের কর্ত্তা হর্ত্তা আর ধর্ত্তা তইশ্বর অটে

গ) এই বিশ্বর শেষনাগ আর গাইর শিঙ্ব উপরে রহে আছে এই ভ্রান্ত ধশণা দূর হতে পারে

ঘ)এই বিশ্বর এক ব্রহ্ম আছে কিম্বা প্রকৃত পুরুষ আছে দু জনা আর আর পাচ দ্রব্য আছে এই ভ্রম দূর হতে পারে ।

দ্রব্য

প্রশ্ন ৯: দ্রব্য কাহাকে বলে ?

উত্তর : গুণের সমাহারকে দ্রব্য বলে ।

প্রশ্ন ১০: দ্রব্য অন্য কি কি নাম আছে ।

উত্তর : দ্রব্যকে বস্তু ,তত্ব , সত , সত্তা , অর্থ , পদার্থ , অন্বয় আদি মধ্য বলে ।

প্রশ্ন ১১ : দ্রব্য কর্ত্তা কিএ ?

উত্তর : প্রত্যেক দ্রব্য অনাদি - অনন্ত সতঃ সিদ্ধ । তাইজান এহার কর্ম্রা কেউ নেহি ।

প্রশ্ন ১২ : দ্রব্য মধ্যে গুণকে কিএ একত্রিত করে ।

উত্তর : দ্রব্য মধ্যে গুণকে কিএ একত্রিত করেনা , দ্রব্য সংয় অনাদি কালথিকে অনাদি গুণময়ে আর অনন্ত কালপ্রর্য়ন্ত গুণময়ে
রহিবে । তাইজনে দ্রব্য মধ্যে বিশ্বতে সমান স্বয়ংভু অর্থাত স্বয়ংসিদ্ধি আর স্বতন্ত ।

প্রশ্ন ১৩ : একটি গুণকে দ্রব্য বোলা জাতে পরবেকি নেহি ?

উত্তর :একটি গুণকে দ্রব্য বোলা জাতে পরবে নেহি , কারণ একটি গুণের অনন্ত গুণ থাকবার জণে , এক দ্রব্যতে অনন্ত দ্রব্য রহিথিবা প্রসঙ্গ দৃষ্টিতে আছে ।

প্রশ্ন১৪ : একদ্রব্যতে কত গুণ আছে ?

উত্তর : একদ্রব্যতে কন্তত গুণ আছে ।

প্রশ্ন ১৫ : গুণের অন্ত সুরুপ কি আছে ?

উত্তর :এহি বিশ্বর জিব অন্ত আটে ,এইটাতে অনন্ত আত্মা দ্রব্য আছে । এইটাতে অনন্ত গুণ তিন কাল সুরুপ আছে ।এহি অনন্ত গুণ আকাশ, প্রদেশ আছে আর এইখানথিকে মধ্য অনন্ত গুণের উপাদান এক দ্রব্য আছে ।

প্রশ্ন ১৬ : আমরা কি দ্রব্য ?

উত্তর : আমরা জীব দ্রব্য আর আমার শরীর আত্মা দ্রব্য ।

প্রশ্ন ১৭ : দ্রব্য পরিভাষা অন্য কি কি আছে ?

উত্তর :তত্বর্থ সূত্রতে “ সত ” কে দ্রব্যর লক্ষণ বোলাযাএ

, আর যাই উপ্তাদন , ব্যয় দ্রব্যযুক্তকে দ্রব্য বোলাযাএ এই প্রকার গুণ প্রর্য্যয়কে দ্রব্য বোলাযাএ ।

প্রশ্ন ১৮ : উপ্তাদ কাহাকে বেলাযাএ ?

উত্তর :দ্রব্যর নুতুন প্রযায় উত্পত্তিকে উপ্তাদ বোলাযাএ ।

প্রশ্ন ১৯ : ব্যয় কাহাকে বলে ?

উত্তর : দ্রব্যর পূর্ব প্রর্য্যায় বিনাশকে ব্যয় বলে ।

প্রশ্ন ২০ : দৈব্য কাহাকে বলে ?

উত্তর : প্রত্যভিজ্ঞান কারণ জনে দ্রব্য কুণু অবস্থা নিত্যতার দৈব্য বলে অর্থাত উপ্তাদ ব্যয়রুপ প্রর্য্যয়তে নিরন্তন বিদ্যমান রহেথাকবার জনে দ্রব্যর নিত্য অংশকে দৈব্য বলে ।

প্রশ্ন ২১ :জীব দ্রব্য কাহাকে বলে ?

উত্তর : যাইতে চেতনা অর্থাত জ্ঞান দর্শন রুপক শক্তি আছে তাইকে জীব দ্রব্য বলে ।

প্রশ্ন ২২ :আত্মা দ্রব্য কাহাকে বলে ?

উত্তর : যাতে স্পর্শ ,রশ, গদ্ধ আর বণ্ঞ এহি সব বিশেষ গুণ রহেতাকে তাকে আত্মা দ্রব্য বলে।

প্রশ্ন ২৩ : অত্মার কত ভেদ আছে ।

উত্তর : আত্মার দুটি ভেদ আছে ১ - পরমাণু , ২ - স্পন্দ

প্রশ্ন ২৪ : পরমাণু কাহাকে বলে ?

উত্তর : যাহার বিভাজণ না হতে পারে এহাকে সবথিকে

সুক্ষ্ম অত্মার পরমাণু বলে ।

প্রশ্ন ২৫ :স্কন্দ কাহাকে বলে ?

উত্তর : দুই বা দুটাথিকে অধিক পরমাণুর মিশ্রণকে স্কন্দ বলে ।

প্রশ্ন ২৬ :ধর্ম দ্রব্য কাহাকে বলে ।

উত্তর : স্বয়ং গতি করথাকবার জিব ও আত্মাকে গতি করবার যিএ নিমিত্ত তাইকে ধর্ম দ্রব্য বলে । যেমতন গতি করবার মাছ গতি করবার জল ।

প্রশ্ন ২৭ : অধর্ম দ্রব্য কাহাকে বলে ?

উত্তর :স্বয়ং গতিকরবার জিব আত্মা স্থিতি রূপ আটকাবার জনে নিমিত্ত হএ তাকে অধর্ম দ্রব্য বলে ।যেমতন পথিককে আটকাএ গাছের ছাই ।

প্রশ্ন ২৮ : আকাশ দ্রব্য কাহাকে বলে ?

উত্তর :যেউঁ জীব সমুহ বহিবার জনে পাঞ্চ দ্রব্য স্থান দিএ থাকে তাকে আকাশ দ্রব্য বলে ।

প্রশ্ন ২৯ : আকাশের কত ভেদ আছে ?

উত্তর : যদিও আকাশ একমাত্র অখণ্ড় দ্রব্য তথাপি ছঅ দ্রব্যর উপস্থিত ও অনুপস্থিত কারণ লোকাকাশ ও অলোকাকাশ এমতন দুই রকম ভেদ আছে ।

প্রশ্ন ৩০ : কালদ্রব্য কাহাকে বলে ?
উত্তর :নিজে নিজে অবস্থা রূপে স্বয়ং ফলপূৎঞ হএথাকবার জীবাদীক ফলপূৎঞ যিএ নিমগ্ন থাকে তাকে কালদ্রব্য বলে । যেমতন কুম্ভর চকা ঘূরাবার লুহার পুলি ।
প্রশ্ন ৩১ : কালের কতরকম ভেদ আছে ?
উত্তর : কালের দুই রকম ভেদ আছে ১- নিশ্চয়কাল ২- ব্যবহারকাল
প্রশ্ন ৩২ : ছঅটি দ্রব্যর বিভাজন কি কি প্রকার হতেপারে ?
উত্তর :(ক) জীব - অজীবর জীবদ্রব্য জীব অটে আর আত্মা , ধর্ম , অধর্ম আকাশ ও কাল - এহি পাঞ্চ দ্রব্য অজীব অটে ।
(খ) রূপী -অরূপী সম্বেন্দে ওক অত্মা দ্রব্য রূপ অটে এবং জীব ,দর্ম ,অধর্ম ,আকাশ ও কাল এহি পাঞ্চ দ্রব্য অরূপী দ্রব্য অটে ।
(গ) প্রদেশ সম্বন্দে - এক কাল দ্রব্য প্রদেশি কাল অটে আর জীব ,আন্তা ,দর্ম ,অধর্ম ও আকাশ এহি পাঞ্চ দ্রব্য বহু প্রদেশি অটে ।
(ঘ) ক্রীয়াবতী শক্তি সম্বন্দে - জীব ও অত্মা এহি দুই দ্রব্য ক্রিয়াবতী শক্তি জনে শক্রিয় অটে আর দর্ম ,অধর্ম ,আকাশ ও কাল এই চার দ্রব্য নিষ্ক্রয় অটে ।
প্রশ্ন ৩৩ : দ্রব্যর সূরুপ জাণবার জনে আমাদের কি লাভ হএ ?
উত্তর : দ্রব্যর সূরুপ জাণবার জনে আমাদের নিম্ন লিখিত

লাভ হছে -

প্রশ্ন ১)প্রত্যেক দ্রব্য অনন্ত গুণাত্মাক বস্তু অটে , শূন্য নই , তাইজনে দ্রব্যর পূণ্ঞতা আর পরের দ্রব্যর নিরপক্ষতার জ্ঞান হছে ।

২) প্রত্যেক দ্রব্য বিশ্বতে সমান, স্বয়ংভু আর স্বতন্ত আটে ।তাইজনে কুনুদ্রব্য কেউ মধ্য কর্ত্তা , ধর্ত্তা ও হর্ত্তা নেই । এই সত্য জ্ঞান হবে

৩) প্রত্যেক অনন্ত গুণ ও এহার অনন্তানন্ত পর্যায় রহেছে - এহা জাণবার পরে দ্রব্যর মহিমা আসছে । তথা আমি মধ্য অনন্ত গুণাত্মাক দ্রব্য আটে - এইপরি নিজের অত্মার মধ্য মহিমা আসছে ।

৪)পরস্পর বিরোদি স্বাভাব অনন্ত দ্রব্যর বিশ্বর একটি অবরত ভাবে আদি কালথিকে রহে এসেছে আর অনন্ত কাল প্রর্য্যন্ত রহিবে - এহা জাণবার পর সহ - অস্তিত্ব শিক্ষা মিলছে ।

৫) প্রত্যেক দ্রব্য স্বতন্ত হেবার আমার জীবদ্রব্য কাহার কিছু করতে পারবেনা আর অন্যদ্রব্য আমার কিছু করতে পারবেনা ।এহা নিণ্ঞয় হয়েছে ।

৬) প্রত্যেক দ্রব্যর অনন্ত গুণ আছে এহা অপেক্ষা কুণু দ্রব্য ছোট বড নই

৭) আমি মধ্য এক দ্রব্য , তাত্জনে অনন্ত গুণ পিণ্ড় অটে ,এহা জাণবারপর নিজের স্বয়ং আত্মার মহিমা আসছে আর অন্য দ্রব্য আকর্ষণ নষ্ট অছে ।

গুণ

প্রশ্ন ৩৪ :গুণ কাহাকে বলে ।

উত্তর :যিএ দ্রব্য সূণ্র্ঞ ভাবে আর সূণ্র্ঞ অবস্থাতে রহছে তাকে গুণ বলে ।

প্রশ্ন ৩৫ : গুণ দ্রব্য সূণ্র্ঞ ভাবে রহেছে । এহার উদ্ধেশ্য কি ?

উত্তর :গুণ ও দ্রব্য এক আছে, তারা কেউ ছোট বড় নই এমতন গুণ ও দ্রব্য ক্ষেত্রে সম্বন্দ অখণ্ড়তার জ্ঞান হছে ।

প্রশ্ন৩৬ :গুণ দ্রব্য সূণ্র্ঞ অবস্থাতে রহছে ,এহার উদ্ধেশ্য কি ?

উত্তর ::গুণ ও দ্রব্য ত্রিকাল আছে । তাই জনে গুণ দ্রব্য কবে অভাব হএনা । এই প্রকার গুণ ও দ্রব্য কাল সম্বদ্ধে অখণ্ড় জ্ঞান হছে ।

প্রশ্ন ৩৭ : গুণ ও দ্রব্য পরস্পর কি সম্বদ্ধে আছে ।

উত্তর :নিত্য সিদ্ধি সম্বদ্ধে - দ্রব্য এক গুণ মধ্য শর্করা ও মিঠা মতন সমান নিত্য সংর্ক আছে । শর্করা ও ড়বা মতন সংযোগ সিস্ক সম্বদ্ধ নেই ।

খ) অংশ - অণী সংম্বস্ক - জ্ঞান ও আত্মা মতন সমান অংশ সম্বদ্ধ আছে ।

গ) বিশেষণ - বিশেষ্য সংম্বস্ক - সাদা ও শর্করা মতন সমান বিশেষণ - বিশেষ্য সংম্বস্ক আছে ।

ঘ) সাহায্য ও সাহায্যকারী সংম্বস্ক - গুণ ও গুণি মতন সমান সাহায্য - সাহায্যকারী সংম্বস্ক আছে

প্রশ্ন ৩৮ : দ্রব্য ও গুণ মধ্য কি রকম প্রভেদ আছে ?

উত্তর :দ্রব্য ও গুণ সংজ্ঞা নাম (এক) সংখ্যা (এক ও অনন্ত), লক্ষণ (স্বরূপ) আর প্রয়োজন (উদ্দেশ্য) - এহি প্রভেদ আছে ।

প্রশ্ন ৩৯ :গুণ দ্রব্যর কি স্থান আছে ।

উত্তর : প্রত্যেক দ্রব্য দ্রব্য ক্ষেত্রে কাল ও ভাব এই চার স্বরূপ আছে যথা এই চার মধ্যে এক ভাব রূপ আছে ।

প্রশ্ন ৪০ : গুণের কর্ত্তা কিএ ?

উত্তর : দ্রব্য মতন গুণ মধ্য সমান অনাদি, অনন্ত অকৃতিম আছে তাইজনে এহার কেউ কর্ত্তা নেই

প্রশ্ন ৪১: তত্বথঁ সূত্রতে গুণকে নিগুণ কেন বলাজাএ ?

উত্তর :যেমতন দ্রব্যতে গুণ রহেছে সেমতন একটি গুণে অন্য অন্যকিছু গুণ থাকেণা অর্থাত একটি গুণ অন্য গুণ কাছথিকে আলগা আছে । তাইজনে নিগুণ বলা যাএ ।

প্রশ্ন ৪২ : গুণতে পরিবর্ত্তন হএ না নেই ?

উত্তর :গুণের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হএনা তাত্জনে গুণ অপরিবর্ত্তনীয় , নিত্য আছে আর গুণের ব্যবস্থা বদলে থাকে তাত্জনে নিগুণ বলাযাএ ।

প্রশ্ন ৪৩ : গুণের কতরকম ভেদ আছে ?

উত্তর : গুণের দুটি ভেদ আছে ১ - সামান্য গুণ ২- বিশেষ গুণ

প্রশ্ন ৪৪ : সামন্য গুণ কাহাকে বলে ?

উত্তর :যেউঁ গুণ সব দ্রব্যতে থাকে তাকে সামন্য গুণ বলে ।

প্রশ্ন ৪৫ :বিশেষ গুণ কাহাকে বলে ?
উত্তর : যেউঁ গুণ সব দ্রব্য মধ্যে নাথাকে নিজের নিজের দ্রব্য মধ্য থাকে তাকে বিশেষ গুণ বলে ।
প্রশ্ন ৪৬ : সামান্য গুণ কতটি ?
উত্তর :সামান্য গুণ অনন্ত অটে , এইটি ছঅ মুখ্য আছে - ১) অস্তিত্ব ২)বস্তুত্ব ৩) দ্রব্যত্ব ৪) প্রমেয়ত্ব ৫) অগুরু লঘুত্ব ৬) প্রবেশ্বত্ব
প্রশ্ন ৪৭ :দ্রব্যর সামান্য গুণ নামানলে কি ক্ষতি হএ ।
উত্তর :দ্রব্যর সামান্য গুণ নামানলেচ সিদ্ধি হএনা ।
প্রশ্ন ৪৮ : দ্রব্যর বিশেষ গুণ নামানলে কি ক্ষতি হএ ?
উত্তর :দ্রব্যর বিশেষ গুণ নামানলে এক দ্রব্যথিকে অন্য এক দ্রব্যর ভিন্ন সিস্কি হএনা । কারণ বিশেষ গুণ ভেদ বিজ্ঞান শিক্ষাদান ।
প্রশ্ন ৪৯ :জীবাদি প্রত্যেক দ্রব্যর কি কি গুণ আছে ?
উত্তর :জীবাদি সস্থিত্ব অনন্ত সামান্য গুণ হিঁ সমান ভাবে রহেছে , মাত্র বিশেষ গুণ সব দ্রব্যতে নারহেনিজে নিজে দ্রব্য রহেছে, এই প্রকার আছে -

জীব দ্রব্য - জ্ঞান , দর্শন, সুখ , বির্য্য, শ্রদ্ধা , চরিত্র, ক্রিয়াবতী শক্তি

আত্মাদ্রব্য - স্পর্শ ,রস, গদ্ধ, বণ্ঞ, ক্রিয়াবতী শক্তি

ধর্মদ্রব্য - গতি হেতু ইত্যাদি

অধর্মদ্রব্য - স্থিতি হেতু ইত্যাদি

আকাশদ্রব্য - হবগাহান হেতুত্ব ইত্যাদি

কালদ্রব্য - পরিণাম হেতুত্ব ইত্যাদি

প্রশ্ন ৫০ : গুণের পরিভাষা জাণলে আমাদের কি কি লাভ হএ ।

উত্তর : গুণের পরিভাষা জাণলে আমাদের নিম্ন লিখিত লাভ হছে -

১) গুণ দ্রব্যর সিদ্ধি হছে , তাজ্জনে দ্রব্যর পরিচয় মিলে

২)একটি গুণ সেহি দ্রব্যর অন্যগুণ কিছুকরতে পারেনা প্রত্যেক গুণের লক্ষণ (স্বভাব) ভিন্ন ভিন্ন হএথাকে । এহা জাণবার পর আকুলতা আর কর্ত্তব্যদি নষ্ট হএ ।

প্রশ্ন ৫১ :পর্য্যয় কাহাকে বলে ?

উত্তর :গুণ কার্য্য অর্থাত অবস্থাকে পর্য্যয় বলে ।

প্রশ্ন ৫২ :পর্য্যাযর অন্য নাম কি কি আছে ?

উত্তর :অবস্থা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া, কার্য্য, দশা, পরিণম, পরিগমন, পরিণতি, অংশ, ভাগ, ছেদ, ক্রমবর্ত্তী , ব্যতিরোক, অনিত্ব, বিশেষ ইত্যাদি অনেক নাম আছে ।

প্রশ্ন ৫৩ :পর্য্যাযর কতটি ভেদ আছে ?

উত্তর :পর্য্যাযর দুটি ভেদ আছে - ১) ব্যঞ্জন পর্য্যায ২) অর্থ পর্য্যায

প্রশ্ন ৫৪ :ব্যঞ্জন পর্য্যায কাহাকে বলে ?

উত্তর :দ্রব্যর উদ্দেশ্য গুণকে কার্য্যর ব্যঞ্জন পর্য্যায বলে ।

প্রশ্ন ৫৫: অর্থ পর্য্যায কাহাকে বলে ?

উত্তর :প্রদেশত্ব গুণ অতিরিক্ত শেষ সূণ্ঞ গুণের কার্য্য

বা অবস্থাকে অর্থ পর্য্যায বলে ।
প্রশ্ন ৫৬ :পর্য্যায়র আর কি কি ভেদ আছে ?
উত্তর :পর্য্যায়র ১) দ্রব্যর পর্য্যায়র, ২) গুণ পর্য্যায়র - এই দুই ভেদ আছে ।
প্রশ্ন ৫৭ :দ্রব্য পর্য্যায়র কাহাকে বলে ?
উত্তর :অনেক দ্রব্য একি মতন দেখা জাবার অবস্থাকে দ্রব্য পর্য্যায় বলে।

যেমতন দুতি , পুস্তক ইত্যাদি সমান জাতির দ্রব্য পর্য্যায় তাই অনন্ত আত্মা পরমাণু এক প্রর্য্যায় ভাবে স্পষ্ট হএছে । জীবের নর নারকা আদি পর্য্যায় অসমান জাতীয় দ্রব্য পর্য্যায় । এইটি অনন্ত আত্মা পরমাণু । (অতি ভোজি শরীর রূপ পরিণত আহার বর্গ তেজস্ব শরীর রূপ পরিণত তেজস্ব বর্গ আর আঠ কর্ম রূপি পরিণত কর্ম বর্গ) এখন্ট জীব এই সব মিশেকরে এক পর্য্যায় স্পষ্ট হএছে ।
প্রশ্ন ৫৮ :গুণ পর্য্যায় কাহাকে বলে ?
উত্তর :অর্থ পর্য্যায়কে গুণ পর্য্যায় বলে ।
প্রশ্ন ৫৯ব্যঞ্জন পর্য্যায়র কতটি ভেদ আছে ?
উত্তর :ব্যঞ্জন পর্য্যায়র দুটি ভেদ আছে - ১)স্বভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায় ২) বিভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায়
প্রশ্ন ৬০ : স্বভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায় কাহাকে বলে ?
উত্তর :পর নিমিতক সম্বস্ক বিনা জুনু দ্রব্যর আকার আছে তাকে স্বভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায় বলে ।যেমতন জীবর সস্কি পর্য্যায় পরমাণু রূপ আত্মার পর্য্যায় ।

প্রশ্ন ৬১ : বিভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায় কাহাকে বলে ?
উত্তর : পরনিমিত সম্বস্ক সহিত জুণু দ্রব্যর আকার আছে তাকে বিভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায় বলে । যেমতন নিরাকারদি পর্য্যায় এক আত্মা স্বস্ক পর্য্যায় ।
প্রশ্ন ৬২ :অর্থ পর্য্যায়র কতটি ভেদ আছে ?
উত্তর :অর্থ পর্য্যায়র দুটি ভেদ আছে - ১) স্বভাব অর্থ পর্য্যায় ২)বিভাব অর্থ পর্য্যায়
প্রশ্ন ৬৩ :স্বভাব অর্থ পর্য্যায় কাহাকে বলে ?
উত্তর :পরনিমিত সম্বস্ক বিনা যিএ অর্থ পর্য্যায় হএ তাকে স্বভাব অর্থ পর্য্যায় বলে ।যেমতন জীবের জ্ঞান পর্য্যায়
প্রশ্ন ৬৪ : বিভাব অর্থ পর্য্যায় কাহাকে বলে ?
উত্তর :পরনিমিত সম্বস্ক জুণু অর্থ পর্য্যায় আছে তাকে বিভাব অর্থ পর্য্যায় বলে ।যেমতন জীবের রাগদ্বেষ ইত্যাদি ।
প্রশ্ন ৬৫: কুণু দ্রব্যর কি কি আছে
উত্তর : জীব আর আত্মার দ্রব্যর স্বভাব অর্থ পর্য্যায়, বিভাব অর্থ পর্য্যায়, স্বভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায় -এমতন চার রকম পর্য্যায় আছে ।ধর্ম, অধর্ম, কাল আর আকাশ এই চার দ্রব্যর স্বভাব অর্থ পর্য্যায় আর স্বভাব ব্যঞ্জন পর্য্যায় থাকে ।
প্রশ্ন ৬৬: শ্রদ্ধা, জ্ঞান চরিত্র এই গুণ কুণু পর্য্যায় থাকে ?
উত্তর :ক) শ্রদ্ধা গুণ -মিথ্যাত্ব ও সম্যক্ত এই দুই পর্য্যায়
খ)জ্ঞান গুণ -কৃমতী , কৃশতী , বিভঙ্গাবতী এই ৩ মিথ্যা জ্ঞান আর মতি শৃতি , অবধি, মনঃ পর্য্যায় আর

পাঞ্চটি সম্য জ্ঞান এমতন ৮টি পর্য্যায় ।

গ) চরিত্রগুণ -মিথ্যা চরিত্র - এই দুই পর্য্যায়

প্রশ্ন ৬৭ : স্পর্শদি গুণ পর্য্যায় কি কি আছে ।

উত্তর : ক) স্পর্শ - শীত ,গরম, রুক্ষ, হালকা, ভারী, কোমল , কঠোর এমতন আঠ পর্য্যায়

খ) রস - মিষ্টি , কটু, খতরা , খটা , কষা এমতন ৫ পর্য্যায়

গ) গন্ধ -সুগদ্ধ ও দুগদ্ধ এমতন দুই পর্য্যায়

ঘ)বণ্ঞ - কাল, সাদা, নীল, লীল , হলুদ ,এমতন ৫ পর্য্যায়

প্রশ্ন ৬৮ :পর্য্যায় স্বরূপ জাণবার আমাদের কি কি লাভ হএ ?

উত্তর :পর্য্যায় স্বরূপ জাণবার আমাদের নিম্ন লিখিত লাভ হএ

১)দ্রব্যর পরিগমন স্বভাব জ্ঞান হবা পরস্পর নাশ আত্মা সমুখ

২)দ্রব্য ও গুণ সহজ ও স্বতঃ সিদ্ধ প্রঘট করবার

৩) জীবর পূণ্ঞ শুদ্ধ পর্য্যায়

৪) আস্পদা বিশেষত্ব জ্ঞাণ বিবেক প্রঘট হবা

৫) প্রত্যেক দ্রব্যর পরিগমন এহার পর্য্যায় স্বভাব হবা

অস্তিত্ব গুণ

প্রশ্ন ৬৯ : অস্তিত্ব গুণ কাহাকে বলে ?
উত্তর :যেমতন শক্তির কারণ দ্রব্য কবে নষ্ট হএনা আর দ্রব্য কুথাএ মধ্য উপন্ন হএনা তাকে অস্তিত্ব গুণ বলে ।
প্রশ্ন ৭০ : অস্তিত্ব গুণ কারণ জণে দ্রব্যকে কি বলে ?
উত্তর :অস্তিত্ব গুণ কারণ জণে দ্রব্যকে সত ও সভা বলে ।
প্রশ্ন ৭১ :অস্তিত্ব গুণ নামানলে কি ক্ষতি হএ ?
উত্তর :অস্তিত্ব গুণ নামানলে দ্রব্য অভাব আসে
প্রশ্ন ৭২ :অস্তিত্ব গুণ জাণবার দ্বারা আমাদের কি লাভ হএ ?
উত্তর :অস্তিত্ব গুণ জাণবার দ্বারা আমাদের নিম্ন লিখিত লাভ হএ-
১) জন্ম - মরণ বিনা অনাদি অনন্ত অস্থিত্ব জ্ঞান তাণবা দ্বারা মরণ ভয় হএনা ।
২)আমি কাহাকে রক্ষা করবনা কি আমাকে কেউ রক্ষা করতেপারবেনা অমতন অযথা ভয় দূর হএ ।৩)পত্যেক জীব জন্ম -মরণ বিনা অনাদি - অনন্ত আছে তাইজনে কাহাকে বাঞ্চাতে হবেনা কি মারতে পারবেনা ।এই মিথ্যা ধারণা দূর হএ ।
৪) প্রত্যেক দ্রব্যর অনাদি অনন্ত আছে তাইজনে এই বিশ্বকে কেউ নির্মাণ করেছে কি ধংস করছে এই মিথ্যা ধারণা দূর হএ ।
৫)অস্তিত্ব বিনা সব সমান হবার বিষমতা ভাব দূর হবা
৬)প্রত্যেক দ্রব্য অস্থিত্ব আছে এই জ্ঞান হবা দ্বারা

পরদব্যর একত্ব - মমত্ব -কৎঞত্ব আর বুদ্ধি নষ্ট হএ ।

৭) আমি কাহাকে উতপন করিনি আর আমাকে মধ্য কেউ উতপন করিনি তাইজনে অভিমান ও হিনভাব নষ্ট হএ

বস্থুত্ব গুণ

প্রশ্ন ৭৩ : বস্থুত্ব গুণ কাহাকে বলে ?
উত্তর :জুণশক্তি কারণ দ্রব্যর অর্থ ক্রিয়া হএ তাকে বস্থুত্ব গুণ বলে
প্রশ্ন ৭৪: অর্থ ক্রয়াকারিত্ব উদ্ধেশ্য কি ?
উত্তর :প্রত্যেক দ্রব্যর নিজের নিজের স্বভাব অনুসারে কার্য্য করেথাকে অথবা দ্রব্যর কার্য্য হএথাকে এহাকে প্রয়োজনভূত ক্রিয়াবলে ।
প্রশ্ন ৭৫: বস্থূত্ব গুণর কারণ দ্রব্যকে কি বলে ?
উত্তর :বস্থূত্ব গুণর কারণ দ্রব্যকে বস্তু বলে
প্রশ্ন ৭৬ :বস্থূত্ব গুণকে নামানলে কি ক্ষতি হএ ?
উত্তর :বস্থূত্ব গুণকে নামানলে দ্রব্যর নিরর্থপণ প্রসঙ্গ আসবে ।
প্রশ্ন ৭৭ :বস্থূত্ব গুণকে জাণবারপর আমাদের কি কি লাভ হএ ?
উত্তর :বস্থূত্ব গুণকে জাণবারপর আমাদের নিম্ন লিখিত লাভ হএ -
১)প্রত্যেক দ্রব্য নিজের নিজের প্রয়োজনভুত ক্রিয়া করেথাকে , তাইজনে জগতে কেউ বিপদার্থ নিরর্থক

হএনা , এহি জ্ঞান হএথাকে ।
২)প্রত্যেক দ্রব্য প্রয়োজনভুত ক্রিয়া এহার বস্তুত্ব গুণ কারণ হএথাকে অন্য কুণু ইশ্বর কারণ নই ।এই প্রাকার বস্তুর স্বতন্ততা জ্ঞান হএথাকে ।
৩) নিজের জ্ঞান - দর্শন রূপ প্রয়োজনভুত কার্য্য কর্ত্তর সংয় আছে ।পুস্তক, অধ্যাপক ইত্যাদি পদার্থ নই ।এইপ্রকার স্বভালবন জ্ঞান হএথাকে ।
৪) পর দ্রব্যর কার্য্য মধ্য এহা প্রয়োজনভুত ক্রিয়া আছে - জাণবারপর রাগ- দ্বেষ উপ্তন হএ নাথাকে
৫)জাণবার জীব প্রয়োজনভুত ক্রিয়া তাইজণে খারাপ কারণ হএ থাকে
৬)পূজা আর সিদ্ধি সমান আমিকিছু জ্ঞান -দর্শন করাই তাছাড়া সমস্ত জীব জ্ঞান দর্শন স্বভাব আছে
এহি শ্রদ্ধা উপ্তন হএথাকে ।
৭)জাণবা ও দেখবা ব্যতীত আমার আমার কুণু কার্য্য নেই এহা জাণবার দ্বারা নিজের কর্ম জ্ঞান আর পর কত্তৃত্ব নিষেদ্ধ হএথাকে ।

দ্রব্যত্ব গুণ

প্রশ্ন ৭৮ : দ্রব্যত্ব গুণ কাহাকে বলে ?
উত্তর :জুণু পদার্থ দ্বারা অবস্থার পরিবর্ত্তন হএ তাকে দ্রব্যত্ব গুণ বলে
প্রশ্ন ৭৯: দ্রব্যত্ব গুণ জণে বস্তুকে কি বলে ?
উত্তর :দ্রব্যত্ব গুণ জণে বস্তুকে দ্রব্য বলে
প্রশ্ন ৮০: পদার্থ ধর্ম নামানলে কি ক্ষতি হএ ।

উত্তর :পদার্থ ধর্ম নামানলে সব সম সময়ে বিনাশনিত্য প্রসঙ্গ আসে

প্রশ্ন ৮১:পদার্থ ধর্ম বিষয় জাণলে আমার কি কি লাভ হএ ।

উত্তর :পদার্থ ধর্ম বিষয় জাণলে আমাদের নিম্ন লিখিত লাভ হএ

১) পদার্থ সবসময় নিত্য আছে । এই মিথ্যা ভাবনা দূরিভূত হএথাকে ।

২) প্রত্যেক পদার্থ পরিবর্ত্তন বিষয় স্বতন্ত্ত জ্ঞান লাভ হএ ।

৩) পর পদার্থ উপরে কর্ত্তৃত বুদ্ধি বিনাশ হএথাকে

৪) পরাশ্রিত বুদ্ধিমধ্য নাশ হএ ।

৫) আমি আমার নিজের পরিবর্ত্তন জনে স্বয়ং দায়ী, এহা জাণবার দ্বারা নিজে প্রেরণা মিলে ।

৬) পরিবর্ত্তন হবা পদার্থ ধর্ম ।এহি ধারণা হবা কুনু পরিবর্ত্তন দেখি মধ্য মনে ভয় উপ্তন হএনি ।

৭) বস্তুর অবস্থা সব সময় সমান রহেনা । এই জ্ঞান হবাদ্বারা পরদ্রব্য প্রতিরাগ দ্বেশা হএনা ।

৮)বর্ত্তমান দুঃখময় সংসার অবস্থা সুখরূপ প্রকট হবাকে যাছে , এহি বিশ্বাস উত্পন্ন হএ

৯)পর্যায় সবসময় বদলেথাকে , এহি জ্ঞান হেবা দ্বারা পর্যায় মুঢতা নষ্ট হএথাকে ।

প্রমেয়ত্ব গুণ

প্রশ্ন ৮২ : প্রমেয়ত্ব গুণ কাহাকে বলে ?

উত্তর :যেউঁশক্তি কারণ দ্রব্য কিছু না কিছু জ্ঞান বিষয় হএ । তাকে প্রমেয়ত্ব গুণ বলে ।
প্রশ্ন ৮৩: প্রমেয়ত্ব গুণ কারণ জনে দ্রব্যকে কি বলে ?
উত্তর :প্রমেয়ত্ব গুণ কারণ দ্রব্যকে প্রমেয় কিম্বা জ্ঞান বলে ।
প্রশ্ন ৮৪ : জীবাদি ছঅ দ্রব্য জ্ঞান রুধ দ্রব্য কত ও জ্ঞান দ্রব্য কত আর কি কি আছে ?
উত্তর :জিবাদি ছঅ দ্রব্য জ্ঞান আছে কারণ সবতে প্রমেয়ত্ব গুণ সব আর একটা তীব দ্রব্য জ্ঞান রূপক আছে ।
প্রশ্ন ৮৫: জ্ঞান ও জ্ঞাত দুই রূপ কি দ্রব্য আছে ।
উত্তর :এক জীব দ্রব্য জ্ঞান ও জ্ঞাত দুই রূপ আছে ।
প্রশ্ন ৮৬ : প্রমেয়ত্ব গুণ নামানলে কি ক্ষতি হএ ।
উত্তর : প্রমেয়ত্ব গুণ নামানলে সবসময় অজ্ঞাত হবা প্রসঙ্গ আসবে আর জীব নিজে যাণতে পারবেনা
প্রশ্ন ৮৭ : প্রমেয়ত্ব গুণ জাণবা দ্বারা আমাদের কি কি লাভ হএ ?
উত্তর :প্রমেয়ত্ব গুণ জাণবা দ্বারা আমাদের নিম্নলিখিত লাভ হছে :
১) প্রত্যেক জীব প্রমেয়ত্ব গুণ থাকবার জণে এহা নিজের আত্মাকে জাণতে পারছে এহি বিশ্বাস উত্পন্ন হছে ।
২)আমার পাপ রূপক কায়াকে পূজা ও সিদ্ধ ভগবান জাণে ,এহা জাণবা দ্বারা পাপ ছাড়বার প্রেরণা মিলেথাকে

।

৩) ছঅ দ্রব্য মধ্যরে প্রমেয়ত্ব গুণ থাকবার জনে এহা কিছু না কিছু জ্ঞান দ্বারা জাণাথাকে , তাইজনে কিছু জ্ঞান সিস্কি হএথাকে ।

৪) পরদ্রব্য সহিত আমার মাত্র জ্ঞান - জাণবা সম্বল সম্বল কর্ত্তা - কর্ম আদি অন্য কিছু স ম্বদ নেই । এহি জ্ঞান হবা দ্বারা পরদ্রব্য প্রতি কত্তৃত্ব ও ভোগবান বৃস্কি নাশ হএথাকে ।

৫) প্রমেয়ত্ব গুণ কারণ পদার্থ , জ্ঞান মধ্য সহজ জ্ঞান হএথাকে , এহা জাণবার দ্বারা জ্ঞানী ও জ্ঞান ভিতরে জ্ঞান হএথাকে ।

অগুরুওঘুত্ব গুণ

প্রশ্ন ৮৮ :অগুরুওঘুত্ব গুণ কাহাকে বলে ?

উত্তর :যেউঁ শক্তি কারণ দ্রব্য দ্রব্যপণ অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাত একটি দ্রব্য অড়্যদ্রব্য রূপ হএথাকে , এক গুণ অড়্যগুণ হএনথাকে আর দ্রঁ্যে আসবা অন্যগুণ বিছুরতি হএ আলগা আলগা হএ যাএ তাকে অগুলঘুত্ব গুণ বলে ।

প্রশ্ন ৮৯ : অগুরুওঘুত্ব গুণ শদ্ধ অথঁ কি আছে ?

উত্তর : অ-নই, গুরু - বড়, লঘু - সান অর্থাত প্রত্যেক দ্রব্য নিজের হিঁ পূণ্ণ হএথাকে । ছোট বড় নই ।

প্রশ্ন ৯০ : অগুরুওঘুত্ব গুণ নামানলে কি ক্ষতি হএ ?

উত্তর : অগুরুওঘুত্ব গুণ নামানবা দ্বারা দ্রব্য-গুণ-পর্য্যায়

স্বতন্ততা বিনাশ প্রসঙ্গ আসবে ।

প্রদেশত্ব গুণ

প্রশ্ন ৯২ :প্রদেশত্ব গুণ কাহাকে বলে
উত্তর :জুণু কারণে দ্রব্যর কিছু না কিছু আকার অবশ্য থাকে তাকেপ্রবেশত্ব গুণ বলে ।যেমতন জীব শরীর প্রমাণ নর দেবতা আদি রূপ আকার অথবা সিদ্ধরূপ আকার ।
প্রশ্ন ৯৩ : দ্রব্যর আকার সবসময় সবসময় এক হএথাকে না বদলেথাকে ?
উত্তর :সংসার জীব আ আত্মা আকার সবসময় বদলেথাকে । শিদ্ধজীব , আত্মাপরমাণু ,ধর্মাস্থাকায়, অধর্মাস্থিকায়, আকাশআর কাল আকার বদলেথাকে ।
প্রশ্ন ৯৪ : প্রবেশত্ব গুণ নামানবার দ্বারা কি ক্ষতি হএ
উত্তর : প্রবেশত্ব গুণ নামানবার দ্বারা আকার নারহিবার কারণ দ্রব্যর নিরাকার পণ সর্কতি প্রসঙ্গ আসবে
প্রশ্ন ৯৫ :প্রবেশত্ব গুণজাণবা আমাদিকে কি লাভ হএ
উত্তর :প্রবেশত্ব গুণজাণবা আমাদিকে নিম্ন লিখিত লাভ হএথাকে ।
১) জীবর ছোট বড় আকার দ্বারা সুখ দুখের কুণু কারণ নই । এহা নির্ণয় হএথাকে , যেমতন ছোট , বড় জীব অথবা ভগবান বহুবলী ।
২) প্রত্যেক দ্রব্যর আকার আর প্রদেণত্ব গুণ কারণ দ্বারা হএ । তাইজনে আমার কুনু দ্রব্যর আকার মধ্য তিআরি

করতে পারব । এহি মিথ্যা অহংকার দূর হএথাকে ।
৩) অরূপী দ্রব্যর আকার মধ্য ভিন্ন ভিন্ন হবার জনে এহার ভিনতার র্নণিয় হএথাকে , যেমতন ধর্মাস্থিকায়, অধর্ম-স্থিকায় আর অনন্ত সিদ্ধ ভগবান আকার ।
৪) সংসার অবস্থা জীব শরীর হেবাপর মধ্য এহার আকার নিজর প্রদেশত্ব গুণ কারণ হএথাকে । শরীর কারণ নই ।

সাততত্ব

প্রশ্ন ৯৬ : তত্ব কাহাকে বলে ?
উত্তর :বস্তুর ভাব অর্থাত স্বরূপ তত্ব বলে ।
প্রশ্ন ৯৭ : প্রয়োজন ভূত তত্ব কাহাকে বলে
উত্তর :জুনু সত্য শ্রদ্ধা আর যর্থাত জ্ঞান দ্বারা আমাদের সুখ রূপক প্রয়োজন সিদ্ধ হএথাকে তাকে প্রয়োজন ভূত তত্ব বলে ।
প্রশ্ন ৯৮ : প্রয়োজন ভূত তত্ব কতটি আর কি কি ?
উত্তর :প্রয়োজন ভূত তত্ব সাতটি - জীব, অজবি, আশ্রম, সার, নির্জরা, আর মোক্ষ ।
প্রশ্ন ৯৯ : জীবতত্ব কাহাকে বলে ?
উত্তর :জ্ঞান দর্শন স্বভাবীক আত্মাকে জীবতত্ব বলে ।
প্রশ্ন ১০০ :জীবতত্ব আর জীবদ্রব্য মধ্যে কি পার্থক্য আছে ।
উত্তর :সমস্ত পরিবর্ত্তন অপরিবর্ত্তন ভাবের আমি জ্ঞান নন্দ স্বাভাব ত্রিকাল ধব আত্মা হিঁ জীবতত্ব আর জীবদ্রব্যর সমস্ত পরিদর্শন পর্যায় সামিল হএথাকে

প্রশ্ন ১০১ : অজীব তত্ত্ব কাহাকে বলে ?
উত্তর :জ্ঞান দর্শন স্বভাব আত্মার আমি সমস্ত পদার্থকে অজীবত্ত্ব বলে ।আত্মা,অধর্ম, আকাশ, আর কাল এসব দ্রব্য অজীব তত্ত্ব ।
প্রশ্ন ১০২ :আশ্র তত্ত্ব কাহাকে বলে
উত্তর :অত্মাথিকে উত্পন্ন হএথাকবার রাগ -দ্বেষমোহ রূপক শুভ শুভ পরিবর্ত্তন ভাবকে ভাবগ্রহ বলে আর এহি নিমিত জ্ঞান বরণ দ্রব্য কর্ম স্বয়ং আসবাকে দ্রব্য বলে
প্রশ্ন ১০৩ : তত্ত্ব কাহাকে বলে
উত্তর :মোহ, রাগ, দ্বেষ, পূণ্য, পাপ আদি ভাবর আত্মারহিযাবে আর এহি নিমিত আত্মার স্বয়ং কর্মরূপকে দ্রব্য বলে ।
প্রশ্ন ১০৪: পূণ্য - পাপ আশ্রম সঙ্গে কেণ যোড়া যাএনা
উত্তর :পূণ্য, পাপ, আশ্রম হিঁ অনন্ত ভেদ আছে । শুভ রাগের পূণ্য আশ্রম আর অশুভ রাগ ,দ্বেষ আর মোহ পপত আশ্রম হএথাকে এহি পূণ্য -পাপকে আশ্রম সহ যোড়াযাএ ।
প্রশ্ন১০৫ : সারতত্ত্ব কাহাকে বলে ।
উত্তর :জ্ঞান নন্দ স্বভাব আত্মার লক্ষরূপ শুদ্ধ বিতরাগী ভাব দ্বারা শুভ শুভ লাভ রোকবাকে ভাব রস আছে ।তদনুসার নূতুন কর্ম আসবা সংয় বন্দ হেবা দ্রব্যস্মরণ আছে ।